ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০১ ● কলকাতা ● ৩১ চৈত্র, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুর্শিদাবাদে গুলিবিদ্ধ আরও ১, 'বিএসএফ মেরেছে', অভিযোগ পরিবারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বহরমপুর: ফের গুলি চলল মুর্শিদাবাদে! ধুলিয়ানে আহত আরও এক যুবক। গুলিবিদ্ধ যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। কোমরে গুলি লেগেছে বলে খবর।উল্লেখ্য, ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ 'গুন্ডামি'তে পরিণত হয়েছে। বিপর্যস্ত জনজীবন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশের সঙ্গে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বৈঠকে রাজীব কুমার, সামশেরগঞ্জ থানার বাইরে গলা চড়ালেন এলাকাবাসীরা,

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

থমথমে মুর্শিদাবাদ। বুধবার বা বৃহস্পতিবারে যে ছবি ছিল, তা বিগত দুই দিনে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। শুক্রবার-শনিবার মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সুতি বা জঙ্গিপুরে যে তাণ্ডব চলেছে, তা রীতিমতো ভয় ধরাচ্ছে। এলাকাবাসীরা সর্বক্ষণ আতঙ্কে রয়েছেন। ভরসা রাখতে পারছেন না পুলিশের উপরেই। তাই সামশেরগঞ্জ থানার সামনেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন বিএসএফ ক্যাম্প চেয়ে।এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "পার্কের পাড় উঠিয়ে বিএসএফের ক্ষ্যাম্প তৈরি করা হোক। আমরা একটু শান্তি চাই"। আরেক মহিলা বলেন, "আমরা চার ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। কই, পুলিশ আসেনি তো। আমরা কীভাবে পুলিশের উপরে ভরসা করব?"। পাশ থেকেই আরেকজন বলে ওঠেন, "পুলিশ আমাদের কোনও সাহায্য করেনি। বিএসএফ সাহায্য করেছে। বিএসএফ আছে বলে আমরা রাতে একটু শান্তিতে থাকতে পেরেছি,

এরপর ৩ পাতায়

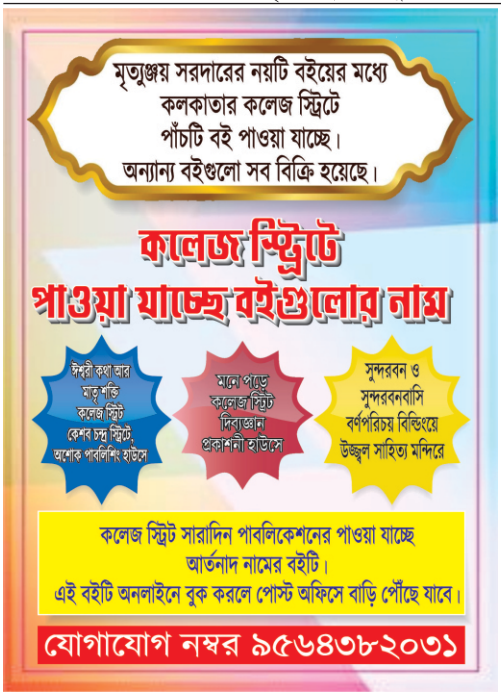

নদীয়ার নবদ্বীপে সমবায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে তালা, চলতো অবৈধ লেনদেন গ্রেপ্তার ১

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ

চারিদিকে সমবায় কারচুপি, সাধারণ মানুষের হচ্ছে পকেট ফাঁকা। এই রূপ ঘটনাটি ঘটলো নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শহরে। দিনভর বিক্ষোভ নবদ্বীপের একটি সমবায় ব্যাংকে। নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুরের নিদয়া সমবায় কৃষি ইউনিয়ন সমিতি লিঃ(প্রতাপ নগর বাজার রোড) ব্যাংক থেকে নিজেদের হকের টাকা না পেয়ে কার্যত দিশাহারা গ্রাহকরা। ১০ই এপ্রিল ২০২৫ শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত গ্রাহকরা বন্ধ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ দেখান।কৃষ্ণনগর সেন্ট্রালকো-অপারেটিভ ব্যাংকের আই এফএস সি কোড নিয়ে ব্যাঙ্ক চলছিল। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে প্রাচীন মায়াপুরের রুদ্র পাড়া সহ গোটা নবদ্বীপ শহরে। তাঁদের নিজেদের অ্যাকাউন্টের টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোন পরিশোধ হলেও এই ব্যাংক থেকে তাঁরা নতুন করে লোন পাচ্ছেন না। এছাড়া গত কয়েক মাস ধরে ব্যাংক থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন টাকা পেতেও গ্রাহকদের হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শুক্রবার এই অভিযোগে ব্যাংক ম্যানেজারের ছেলেকে আটকে রাখা হয়। পরে নবদ্বীপ থানার পুলিশ উদ্ধার করে ম্যানেজারের ছেলেকে। গ্রাহকদের বক্তব্য, এখানে তাঁদের ফিক্স ডিপোজিট, লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সহ গোষ্ঠীর বইও আছে। তাঁরা চাইছেন, তাঁদের সকলের টাকা ফেরত দেওয়া হোক। শুক্রবার ব্যাংকের দেওয়ালে পৌরসভার তরফে একটি ব্যানার লাগানো হয়। তাতে লেখা রয়েছে, সমস্ত আমানতকারীর অর্থ, লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা গ্রাহকদের পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না। গ্রাহক বলেন এই ব্যাংকে ATM, ফোন পেয়ে গুগল পেয়ে কিছুই হয় না টাকা-পয়সার লেনদেন করার সম্ভব হয় না। গ্রাহকদের মধ্যে রুবি দেবনাথ, কল্পনা দেবনাথ, সকলেই বলেন প্রায়৩-৪ মাস কোন লেনদেন হচ্ছে না। ব্যাংক থেকে জানানো হয় মার্চ মাস চলে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। নবদ্বীপ থানা সূত্রের খবর তদন্ত করে নবদ্বীপ প্রতাপনগর এলাকা থেকে অবশেষে ব্যাংকের ম্যানেজার গৌর ঘোষ তার ছেলে প্রবীর ঘোষ ওরফে শ্যাম কে গ্রেফতার করা হয়। বিভিন্ন ধারায় মামলা করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার ১২ ই এপ্রিল আদালতের তোলা হলে পুলিশের হেফাজতে পাঁচ দিন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ১৩ ই এপ্রিল রবিবার সমবায় কৃষি ব্যাংকের কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর রোমেন সরকার আসেন। পুলিশসহ কয়েকজন ব্যাংকের কর্মীকে নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে সমস্ত কাগজপত্র দেখেন। সমস্ত নথিপত্র দেখার পর বেশকিছু অবৈধ কাগজপত্র পান যেখানে অসংযত লেনদেন চলতো। এরই মধ্যে গ্রাহকদের বেশ কিছু পাস বই তিনি দিয়ে দেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা তশরূপের ধারণা করছেন। এই মুহূর্তে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৮০০। আনুমানিক পনের লক্ষ্যের কাছাকাছি টাকার গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। দুজনের নামে এফআইআর করা হয়েছে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্যাংকে সোনা বন্ধক রেখেও লেনদেন চলত কিন্তু এটি অবৈধ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নবদ্বীপের শাখায় থাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর রমেন সরকার বলেন এটি অবৈধ। তিনি আরো বলেন এই ধরনের শাখায় কোন সোনা বন্ধক রাখা যায় না। ব্যাংক ম্যানেজার অসুস্থ থাকার ফলে এইরূপ ঘটনা ঘটেছে বলেই অনুমান করছেন তিনি। গ্রাহকরা তাদের সমস্ত টাকাই ফেরত পাবেন এবং যারা ভাতা পেতেন তাদের হয় এই ব্যাংকেই দেওয়া হবে অথবা জেলা সেন্ট্রাল কোঅপরেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেয়া হবে। ব্যাংক পরিচালন কমিটির সদস্য আজান আলী শেখ বলেন আমরা চাই দ্রুত সমাধান হোক, তদন্ত চলছে, গ্রাহকরা কোনরকম অসুবিধায় না পড়ে তার জন্য আমরা ম্যানেজিং কমিটির সহ ব্যাংকের দায়িত্ব থাকা যারা আছেন আলোচনার মাধ্যম দিয়েই সমাধান হবে।

ওয়াকফ আইন লাগু না করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বেশ কিছুদিন ধরেই প্রশ্ন উঠেছিল যে নওশাদ কি তৃণমূলে পা বাড়াচ্ছেন? এই চিঠির পরে সেই প্রশ্ন আবার উঠেছে। দেশজুড়ে কার্যকর হয়ে গিয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন। যদিও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আগেই জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ আইন কার্যকরী হবে না। এনিয়ে এবার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৬ এপ্রিল রয়েছে বৈঠক। এদিকে তার আগে ওয়াকফ আইন লাগু না করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর।

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মুর্শিদাবাদে গুলিবিদ্ধ আরও ১, 'বিএসএফ মেরেছে', অভিযোগ পরিবারের

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। শনিবার রাত থেকেই ধুলিয়ান, সুতির বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন রয়েছে আধাসেনা। টহলদারি করছেন জওয়ানরা। চাপা উত্তেজনা থাকলেও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম সামসের নাদার। তিনি সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হিজলতলা এলাকার বাসিন্দা।পরিবারের অভিযোগ, শনিবার গন্ডগোলের সময় বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছেন যুবক। আহতের পরিবারের অভিযোগ, শনিবার সামসেরের কোমরে গুলি লেগেছে। তাঁদের অভিযোগ বিএসএফ গুলি চালিয়েছে। তবে কে গুলি চালিয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানা যায়নি।

শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের সুতি, ধুলিয়ান এলাকা। রাতেই বিএসএফ নামানো হয়। সেদিন থেকেই দফায় দফায় পুলিশ ও বিএসএফের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে জনতার। শনিবার সকালে বিএসএফের গুলিতে ২ জন আহত বলে খবর আসে। তাঁরা চিকিৎসাধীন। রবিবার সকালে আরও একজনের গুলি লাগার খবর ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শনিবার আহত হয়েছেন।

(১ম পাতার পর)

বৈঠকে রাজীব কুমার, সামশেরগঞ্জ থানার বাইরে গলা চড়ালেন এলাকাবাসীরা,

নাহলে সেটাও পারতাম না। আমাদের বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্প চাই।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এক এলাকাবাসী আরও বলেন, "পুলিশকে চাই না। পুলিশ দৌড়ে পালিয়েছে। আমাদের বলছে, আপনারা এগিয়ে যান। আজ বিএসএফ আছে বলে আমরা সুরক্ষিত আছি। বিএসএফ না থাকলে তখন আমাদের কে সুরক্ষা দেবে?"শনিবারই মুর্শিদাবাদে পৌঁছন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। পরিস্থিতির খতিয়ান নিতে তিনি সামশেরগঞ্জ থানায় যান। সেখানে অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে। থানার ভিতরে যখন বৈঠক চলছে, তখন বাইরে চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন সামশেরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা। তাদের মুখে একটাই কথা, "পুলিশের উপর ভরসা নেই। এলাকায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প চাই।"

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত ব্যাপক তাণ্ডব চলেছে সামশেরগঞ্জ থানা সংলগ্ন এলাকায়। সেই তাণ্ডবলীলা দেখেই এলাকাবাসীরা অনুভব করেছেন, পুলিশ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। বিএসএফ না থাকলে প্রাণে মরতে হত প্রত্যেক বাসিন্দাকে। তাই বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করতে হবে। প্রশাসনকে বিএসএফ ক্যাম্প তৈরির জন্য জমি দিতে হবে বলেও দাবি জানান তারা।

সোমে কালীঘাট স্কাইওয়াক উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

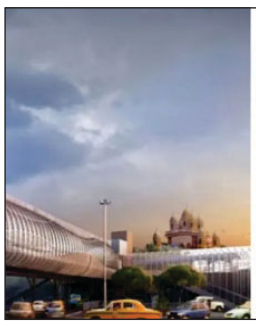

মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ। তার আগেই উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে কালীঘাট স্কাইওয়াকের। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সব ঠিক থাকলে কালীঘাট স্কাইওয়াকের উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই স্কাইওয়াকের পরিকল্পনা আজকের নয়। কিন্তু বারংবার সমস্যার কারণে বাস্তবে রূপ পায়নি এটি।ইতিমধ্যে কালীঘাট মন্দির চত্বরে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। করোনা, নির্মাণ কাজে বিলম্ব একাধিক বিষয়ের জন্য এই বহু প্রতিক্ষিত স্কাইওয়াকটি সম্পন্ন করা যায়নি। গত বছর কালীপুজোর আগেও স্কাইওয়াক উদ্বোধনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু স্কাইওয়াকের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় উদ্বোধন করা সম্ভব

এরপর ৬ পাতায়

বিএসএফের একাংশের মদতেই হামলাকারীদের ঢুকিয়ে বাংলায় অশান্তি পাকানো হচ্ছে', বিস্ফোরক কুণাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বিএসএফের একাংশের সহযোগিতায় সীমান্ত দিয়ে হামলাকারীদের ঢুকিয়ে অশান্তি পাকানো হচ্ছে, আগুন জ্বালানো হচ্ছে। কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ কেন্দ্রের কোনও কোনও এজেন্সির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাকে বদনাম করার জন্য অশান্তি পাকানো হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।এই অশান্তির নেপথ্যে সরাসরি বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি। কুণালের বক্তব্য, "এই প্ররোচনায় পা দেবেন না। বিজেপি-র এজেন্ডা। আমরা তদন্ত দাবি করছি, এই অভিযোগ ঠিক কিনা। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র।"

যদিও বিএসএফের গোয়েন্দাদের অনুমান, মুর্শিদাবাদ-মালদহের অশান্তির নেপথ্যে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের মৌলবাদীরাও থাকতে পারেন। তা ইতিমধ্যেই আইজি-র কাছে ইতিমধ্যেই জমা করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনায় সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

কুণালের বক্তব্য, "গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ, মিটিং, মিছিল হতেই পারে। যে

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

মুর্শিদাবাদের অশান্তি নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট বিএসএফের

মুর্শিদাবাদে চলমান অশান্তির নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের লাগাতার উস্কানি। বিএসএফের দেওয়া রিপোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। জঙ্গিপুর অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল। সেই অশান্তি দাবানলের আকার নেয়। দুই দিনের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।গতবছর আগাস্ট মাসে বাংলাদেশে যে লুটপাঠ চালানো হয়েছে, অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তেমনই কৌশল এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাড়ি, দোকান জ্বালানো থেকে শুরু করে পুলিশের ওপরেও হামলা চালানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি দেখলে বাংলাদেশের অশান্তির ঘটনা চোখের সামনে ফুটে উঠছে। দুই ক্ষেত্রে একই ধরনের ঘটনা দেখেই বিএসএফের ধারণা মুর্শিদাবাদের পর মালদাও বেশি করে টার্গেট হতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশকে বিএসএফের তরফ থেকে সচেতন করা হয়েছে। বিএসএফের যে অসরক্ষিত এলাকাগুলোকে বাংলাদেশে মৌলবাদ কাজে লাগাচ্ছে বলে সূত্রের খবর। ওপারের মৌলবাদীরা অরক্ষিত জায়গাতেই বসে এপারে সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভিডিয়ো কনফারেন্সেও বৈঠক করা হচ্ছে বলে বিএসএফের ইন্টেলিজেন্স টিম জানতে পেরেছে। বিএসএফ গোয়েন্দাদের আনুমান, মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের মৌলবাদীরাও থাকতে পারেন। দুই দেশের মধ্যে অসুরক্ষিত এলাকা দিয়েই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাঁরাই মূলত রাজ্যকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিএসএফের গোয়েন্দা শাখা একটি রিপোর্ট তৈরি করে আইজি-র কাছে ইতিমধ্যেই জমা করেছে। রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মালদহ, মুর্শিদাবাদের অপরদিকে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ। বাংলাদেশ প্রশাসনও ওই এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা বলেই অভিহীত করে। বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতিতে যারা তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল, মুর্শিদাবাদের ঘটনায় তাদের সম্পূর্ণ ইন্ধান-উস্কানি রয়েছে। তার থেকেই মুর্শিদাবাদ-মালদহের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেইশতম পর্ব)

বেহুলা গিয়ে তার পদতলে পড়লো। তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। ওই ধোপানির নাম নেতাই। সে বললো, "একে আমি বাঁচাতে পারবো না, একে মেরেছে মনসা। তুমি স্বর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও। দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। তুমি যদি তোমার নাচ দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে পারো, তাহলে তারা তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবে।"আশার মোম জ্বলে উঠলো বেহুলার চোখে, মনে, সারা চেতনায়। সে স্বর্গে গেলো। দেবতারা ব'সে আছে তাদের সামনে বেজে উঠলো বেহুলা, বেজে উঠলো তার পায়ের নূপুর।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ওয়াকফ আইন লাগু না করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর

ফিরহাদ হাকিম জানান, ১৬ এপ্রিল বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওয়াকফ আইন বৈঠক ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌলবী ও রাজ্যের ইমামদের নিয়ে বৈঠক করবেন মমতা।সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন ফিরহাদ নিজেও। এনিয়ে কলকাতার মেয়র শুক্রবার বলেন, ওয়াকফ আইন নিয়ে বাংলায় প্রতিবাদ চলবে। বিশৃঙ্খলার কোনও জায়গা নেই। কেন্দ্র এই আইন তৈরি করে বিরোধিতা করতে চাইছে। লড়াইটা সুপ্রিম কোর্টে লড়তে হবে বলে উল্লেখ ফিরহাদের। এদিকে ওয়াকফ নিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের মাঝেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকে পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইন লাগু না করতে প্রস্তাব গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন নওশাদ। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা ও তৃণমূলের সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদকে মামলা দায়েরের আবেদন নওশাদের। যদিও একটা প্রশ্ন থেকেই গেছে দুই কক্ষের অনুমোদন, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পরে কি শীর্ষ আদালত কি আর কিছু করবে?

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই শনির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় নয়ন খুললেন । শনি তার মারক দৃষ্টি দিয়ে শিব কে দেখলেন । উভয়ের দিব্য দৃষ্ট জ্যোতিঃ সারা মহাকাশ আচ্ছাদিত হল । এবার শিব তাঁর ত্রিশূলের প্রহারে শনি অবচেতন করলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে কোনো কোনো জেলার সংখ্যালঘু আন্দোলন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

প্রথমেই নাগরিক মহলের প্রশ্ন, নিরস্ত্র শিক্ষকদের পেটাতে তৎপর পুলিশ এই আন্দোলন নিয়ে এতো স্থবির কেন! গণতন্ত্রে প্রতিবাদ হতেই পারে, তবে তাণ্ডব নয়, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না। শুক্রবার এমনই বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় সদ্য কার্যকর হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ চলছে। কোথাও জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি, কোথাও পড়ছে বোমা। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁর। শুক্রবার তাণ্ডবের ছবি দেখা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায়। মুর্শিদাবাদের সুতি, সামসেরগঞ্জে পরপর বোমার শব্দ শোনা যায় শুক্রবার বিকেলে।তাণ্ডবের মাঝেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক কিশোর সহ দুজন। কে গুলি চালাল, তা স্পষ্ট নয়। এদিকে, আমতলায় রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায় শুক্রবার দুপুরের পর থেকে। ভাঙচুর চালানো হয় পুলিশের গাড়িতে। এরপরই একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। ভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, তিনি রাজ্যকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। অশান্তির খবর পাওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে, সেই বৈঠকে ঠিক কী কথা হয়েছে, তা প্রকাশ্যে আনতে চাননি রাজ্যপাল। তিনি আরও জানান, শুক্রবারও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে অশান্তির ব্যাপারে কথা হয়েছে তাঁর। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ তাঁকে জানিয়েছেন, রাজ্য কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। রাজ্যপাল বলেন, ‘প্রতিবাদ মেনে নেওয়া যায়, তবে তাণ্ডব নয়। রাজ্য পুরোপুরি প্রস্তুত। আইন ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।

(৩ পাতার পর)

বিএসএফের একাংশের মদতেই হামলাকারীদের ঢুকিয়ে বাংলায় অশান্তি পাকানো হচ্ছে', বিস্ফোরক কুণাল

জায়গাগুলোতে হিংসাত্মক ঘটনা কিছু ঘটেছে, একটা অভিযোগ আসছে, বিএসএফের একাংশের সহযোগিতায় সীমান্ত থেকে কিছু আপত্তিকর হামলাকারীকে ঢুকিয়ে বাংলাকে বদনাম করার জন্য, ইস্যু করার জন্য, প্ররোচনা দেওয়ার জন্য গন্ডগোল করানো হয়েছে। যে মুখগুলো গন্ডগোল করেছে, তাদের মূল পান্ডাদের এলাকার মানুষ চিনতে পারছে না। যারা অশান্তি করেছে, তাদেরকে আটকাচ্ছে, ধরছে।”

বিএসএফের একাংশকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন কুণাল। বাংলায় বিএসএফের মদতেই হামলাকারীরা ঢুকছে, আবার হামলা করে পালিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন কুণাল।

কুণালের কথায়, “একটা অভিযোগ আসছে, কোনও কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ কেন্দ্রের কোনও কোনও এজেন্সির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বা সেই এজেন্সির পরিচালনায় একটা গোপন ব্লু প্রিন্টের মাধ্যমে বিএসএফের একাংশকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতী হামলাবাজদের ঢোকানো হয়েছিল, গন্ডগোল করিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।” আর কেন তিনি এই ধরনের কথা বলছেন, তার কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি। কুণালের দাবি, “যারা গন্ডগোল পাকালো, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের মানুষ চিনতে পারছে না। তারাই লোক ক্ষেপিয়েছে, তারাই আগুন জ্বালিয়েছে।”

পুলিশ ব্যর্থ, আমরাই নিরাপদ নই, আর সাধারণ মানুষ.', বিস্ফোরক তৃণমূল বিধায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ওয়াকফ সংশোধনীর বিরোধিতার নামে যে তাণ্ডব চলেছে, তাতে পুলিশকেই কাঠগড়ায় তুললেন ফরাক্কার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল গতকাল। তাঁর বাড়ি থানা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে। সেখানে তাঁকে হেনস্থাও করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই আবহে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মনিরুল।এই আবহে শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। সেই বৈঠকে রাজ্যের ডিজিপি জানান, ধুলিয়ান-সহ আশপাশের এলাকায় এখনও চারা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জানান, মুর্শিদাবাদে আগে থেকেই মোতায়েন ছিলেন ৩ কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান। আরও পাঁচ কোম্পানি জওয়ান মোতায়েন করা হবে জেলায়। এই আবহে সব মিলিয়ে ৮০০ জনের কাছাকাছি বিএসএফ জওয়ান মোতায়েন থাকবেন জেলায়।এই নিয়ে বিধায়ক বলেন, 'এখানে বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বাড়ির সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভয়ে পরিবারের লোকজন অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। তবে যাই হয়ে যাক না কেন আমি একাই বাড়িতে থাকব।'

মনিরুলের কথায়, 'আমরা নিরাপত্তা চাইছি। আমরা জনপ্রতিনিধিরা যেখানে নিরাপদ নই, সেখানে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপত্তা পাবে? আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এভাবে চলতে পারে? দুষ্কৃতীরা আমার বাড়ির সামনে ভাঙচুর করল, আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, যেখানে আমার বাড়ি থানা থেকে ১০০ মিটার দূরে। এই দুষ্কৃতীরা লুটপাট চালানোর চেষ্টা করেছে। নিশ্চয়ই পুলিশের দিক থেকে কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাচ্ছে। আমার উপরে বারবার হামলা হয়েছে। একদম নিরাপত্তা নেই। পুলিশ যে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তা স্বীকার করতে আমি পিছুপা হব না। ছোট ছোট ছেলেরা হামলা করেছে আমার বাড়ির উপরে।'

এদিকে সামশেরগঞ্জে ছেলে-বাবাকে বাড়ি ঢুকে কুপিয়ে খুনের ঘটনাতেও স্থানীয়রা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠাতে এলে তাদের বাধা দিয়েছিলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, হিংসা চলাকালীন সময় পুলিশকে বারবার ফোন করা হলেও কারও দেখা পাওয়া যায়নি। এর আগেও ওয়াকফ বিরোধী আন্দোলনে হিংসা ঠেকাতে গিয়ে পুলিশকে দোকান বা মসজিদে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছিল।

(৩ পাতার পর)

সোমে কালীঘাট স্কাইওয়াক উদ্বোধন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

হয়নি। তবে পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমানে সেই কাজ শেষ হয়েছে। তাই এবার জনসমক্ষে জনসাধারণের জন্য খুলতে চলেছে স্কাইওয়াকটি। বাংলার নতুন বছরের আগে উপহারস্বরূপ কালীঘাটে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে নতুন স্কাইওয়াক।

তাই এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সোমেই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৩৪০ মিটার দীর্ঘ এই স্কাইওয়াকটি। সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বহুদিনের এই স্কাইওয়াকটি তৈরি হয়েছে।

অবশেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিন উদ্বোধন হতে চলেছে বহু প্রতিক্ষিত স্কাইওয়াকটি। আসাধারণ নকশা, স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে স্কাইওয়াক দর্শনীয় হতে চলেছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখের আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি কালিঘাট এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। প্রতি বছরের মতো এবারেও পুজো দিতে চৈত্র সংক্রান্তির সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাট মন্দিরে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, রাসবিহারীর বিধায়ক দেবাশিস কুমার।

ছাব্বিশের আগে একইমঞ্চে শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপ, নব্য-পুরনো দ্বন্দ্বের অবসান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের স্পর্কের সমীকরণ নিয়ে চর্চা চলতেই থাকে। তবে চাকরি বাতিল ও মুর্শিদাবাদে অশান্তির আবহে দেখা গেল অন্যরকম ছবি। রবিবার কলেজ স্কোয়ারে একই মঞ্চে দেখা গেল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকে। শুভেন্দু-সুকান্তর কারণেই নাকি দলে কোনঠাসা হয়েছেন দিলীপ, এ গুঞ্জনও শোনা যায়। লোকসভা নির্বাচনে দিলীপের আসন বদলের নেপথ্যেও বারবার উঠে আসে বিরোধী দলনেতার নাম। এবিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও দিলীপ ঘোষ বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কারও তোয়াক্কা করেন না। এসবের মাঝেই এদিন তিনজনের একইমঞ্চে উপস্থিতি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, ছাব্বিশকে পাখির চোখ করে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই কি হাতে হাত শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের?ছিলেন রাহুল সিনহাও। ছাব্বিশের আগে তিনজনের একইমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐক্যের বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহলমহল।

প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল ইস্যুতে উত্তাল বাংলা। এরই মাঝে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের বেশ কিছুটা এলাকা। আর এই দুই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই ছাব্বিশের আগে বাংলায় নিজেদের মাটি শক্ত করতে চাইছে বিরোধিরা। সেই তালিকায় রয়েছে বিজেপিও। রবিবার কলেজ স্ট্রিটে সভা করেন শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এরপর শুরু হয় মিছিল। এদিন মিছিলে যোগ দেওয়ার আগে মুরলীধর সেন লেনে পার্টি অফিসে যান সকলে। সেখান থেকে একসঙ্গে যান কলেজস্ট্রিটের মঞ্চে। সেখানে ঐক্যের বার্তা দেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রত্যেকেই নিজের ভাষণে অন্য দুই নেতার নাম নামও উল্লেখ করেছেন।

সিনেমার খবর

২২ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরছেন রাখী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অনিমেষ গোস্বামী এক প্রকাশনা সংস্থার কর্নধার। অফিসে তার পরিচয় একজন 'রাগী বস' হিসাবে। কিন্তু বাড়িতে অনিমেষের 'বস' তার মা। একসময় ছেলের অফিসে একজন কর্মচারি হিসাবে যোগ দেন তার মা। উদ্দেশ্য ছেলের রাগী মেজাজে বদল আনা। মা সেই কাজে কতটা সফল হবেন সেই উত্তর অবশ্য এখন এমন গল্প নিয়ে প্রকাশ হয়েছে কলকাতার সিনেমা 'আমার বস' এর টিজার। সিনেমায় মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রাখী গুলজার। আর ছেলের চরিত্রটি করেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ ২২ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরছেন রাখী।

১৯৬৭ সালে ২০ বছর বয়সে অভিনয় শুরু করা রাখী গুলজার সিনেমার জগত থেকে অনেকটাই সরে যান আশির দশকের মাঝামাঝিতে। মাঝে ফিরেছিলেন প্রয়াত নির্মাতা ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা 'শুভ মহরৎ' এবং গৌতম হালদারের 'নির্বাণ' দিয়ে। মাঝে আবার প্রায় হারিয়েই গিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। সিনেমা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলোতেও তার দেখা পাওয়া যায় না। মুম্বাইয়ে নিজের গড়া ফার্ম হাউসে একাই থাকেন তিনি।

দীর্ঘ বিরতির পর কলকাতার পরিচালক জুটি নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখার্জি তাদের 'আমার বস' সিনেমায় রাখীকে ফিরিয়ে আনছেন। গেল বছর সিনেমার শুটিং হয়েছে। গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইতোমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি। আগামী ৯ মে মুক্তি পাবে রাখীর 'আমার বস' সিনেমা।

চিরচেনা কার্তিককে দেখা গেল অন্যরূপে

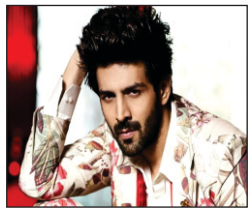

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হিন্দি সিনেমার অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানকে সবাই চেনে হাসিখুশি মানুষ হিসেবে। কিন্তু এই অভিনেতা হঠাৎ করে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে।

এনডিটিভি লিখেছে, ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, মঞ্চে রকস্টার রূপে আরিয়ান। তাকে দেখা যাচ্ছে গিটার বাজাতে, তখন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিহ হিসেবে 'তু মেরি জিন্দেগি হ্যায়' গানটি বাজছিল। আরিয়ান গানের সাথে ঠোঁট মেলান। সেখানে গিটার হাতে দেখা গেছে অভিনেত্রী শ্রীলীলাকেও।

এরপর দেখা গেল গলা থেকে গিটার নামিয়ে মঞ্চে থাকা এক ব্যক্তিকে সেটি দিয়ে আঘাত করলেন আরিয়ান এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়েও দিলেন। তারপর নিজেও মঞ্চ থেকে একলাফে নিচে নেমে পড়লেন তিনি। এই ভিডিও দেখে মানুষের প্রশ্ন এটা কি কোনো সিনেমার শুটিং দৃশ্য? নাকি সত্যিই কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে এতটা রেগে গিয়েছিলেন আরিয়ান?

প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এনডিটিভি। এই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্যাংটকে চলছে পরিচালক অনুরাগ বসুর সিনেমার শুটিং। ওই সিনেমায় কাজ করছেন আরিয়ান এবং শ্রীলীলা। সিনেমার শুটিংয়ের ভিডিও ছড়িয়েছে ইন্টারনেটে। অনুরাগ বসুর এই সিনেমার 'রকস্টারের' চরিত্রে দেখা যাবে আরিয়ানকে। তবে সিনেমার নাম এখনো ঠিক করেনি নির্মাতা টিম।

আরিয়ানের সর্বশেষ সিনেমা 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন', যা মুক্তি পেয়েছিল গেল বছর। 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' সিনেমার ভারতের প্রথম প্যারালিম্পিকে স্বর্ণ জয়ী মুরলীকান্ত পেটকর হয়েছিলেন আরিয়ান। চরিত্রটি করতে অভিনেতাকে কেবল ১৮ কেজি ওজনই ঝরাতে হয়নি, শুটিংয়ে এমন একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল যে, আরেকটু হলে চোখ হারাতেন এই অভিনেতা।

ঐশ্বরিয়া ছেলের বউ, নিজের মেয়ে নয়; কেন বলেছিলেন জয়া বচ্চন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চনের পরিবার নিয়ে ভক্তদের আলোচনার শেষ নেই। বিগত বছরগুলোতে বিশেষ করে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিচ্ছেদ জল্পনা নিয়ে আলোচনা ছিলো তুঙ্গে। বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার দূরত্ব নিয়ে জলঘোলাও হয়েছে অনেক।

এবার জয়া বচ্চন তথা ঐশ্বরিয়ার শাশুড়ির এক মন্তব্য নিয়ে ফের আলোচনা নেটিজেনদের মাঝে। কারণ জয়া মনে করেন, ঐশ্বরিয়া নাকি শুধুমাত্র তার পুত্রবধূই!

বলা হয়, জয়া বচ্চন সর্বদা ঠোঁটকাটা স্বভাবের একজন। এছাড়াও বদমেজাজি বলেও তাকে জানেন অনেকে। পুরোনো এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়াকে এমন মন্তব্য করেছিলেন তিনি, তা এখন ভাইরাল; যা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

সেই সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি যেমন সন্তানদের ব্যাপারে কড়া, ছেলের বউ ঐশ্বরিয়ার ক্ষেত্রেও কি তেমনই কঠোর? জয়ার উত্তর ছিল, 'কড়া? না, আমি কড়া নই। ওর ক্ষেত্রে কড়া হব কেন? ও তো আমার বৌমা, নিজের মেয়ে নয়। আমি নিশ্চিত, ওর মা ওকে এসব ভালোভাবেই শিখিয়েছেন।'

সল্ট-কোহলির ব্যাটে বেঙ্গালুরুর বড় জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলের রাজস্থান রয়্যালসকে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। জয়পুরে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বল হাতে নিয়ন্ত্রণ, আর ব্যাট হাতে আধিপত্য দেখিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় বিরাট কোহলির দল। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এসেছে বেঙ্গালুরু। রবিবার জয়পুরে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে রাজস্থান রয়্যালস। শুরুটা ছিল দারুণ। ওপেনার ইয়াশস্বী জয়সওয়াল ঝড়ো ইনিংসে এনে দেন শক্ত ভিত। ৪৭ বলে ১০ চার ও ২ ছক্কায় করেন ৭৫ রান। কিন্তু অপর প্রান্তে ব্যর্থ ছিলেন অন্য ব্যাটাররা। শেষ দিকে ধ্রুব জুরেল ২৩ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত থাকলেও রান তোলার গতি বাড়াতে পারেননি। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে রাজস্থানের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৭৩ রান ৪ উইকেটে।

১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই রাজস্থানের বোলারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বেঙ্গালুরুর দুই ওপেনার ফিল সল্ট ও বিরাট কোহলি। প্রথম উইকেট জুটিতে আসে ৯২ রান। সল্ট মাত্র ৩৩ বলে ৭টি চার ও ৪টি ছক্কায় ৬৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন। এরপর ক্রিজে আসেন দেবদূত পাডিক্কাল। তিনি কোহলির সঙ্গে গড়ে তোলেন জয়ের জুটি। পাডিক্কালের ব্যাট থেকে আসে ২৮ বলে ৪০ রান। অন্যদিকে কোহলি ছিলেন অবিচল। ৪৫ বলে ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় গড়া ইনিংসে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক। ১৫ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে বেঙ্গালুরু।

এই জয়ের মাধ্যমে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এসেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের সঙ্গে সমান পয়েন্ট শীর্ষে থাকা আরও তিন দলের। ফলে টুর্নামেন্টের মাঝপথে জমে উঠেছে শীর্ষ চারের লড়াই।

স্টুডিওতে বসে সমালোচনা করা খুব সহজ : শার্দূল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি আইপিএলে খেলার কথাই ছিল না শার্দূল ঠাকুরের। নিলামে তাকে কেউ দলে টানেনি। তবে ভাগ্য খুলে যায় মহসিন খান ইনজুরিতে পড়ায়। বাঁহাতি এই পেসারের জায়গায় তাকে বদলি হিসেবে দলে নেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। আর সেই সুযোগকে দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছেন শার্দূল।

এখন পর্যন্ত ১১ উইকেট নিয়ে তিনি আইপিএলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। কিন্তু সাফল্যের পাশাপাশি অস্বস্তিকর এক রেকর্ডও যোগ হয়েছে তার নামের পাশে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে এক ওভারে প্রথম পাঁচ বল ওয়াইড দিয়ে আইপিএলের ইতিহাসে বিরল এক নজির গড়েছেন তিনি। ইনিংসের ১৩তম ওভারটি শেষ করতে লেগেছে ১১টি বল—যা আইপিএলে একটি ওভারে সর্বোচ্চ বল করার রেকর্ডের অন্যতম।

এই বাজে বোলিং পারফরম্যান্সের কারণে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাকে। তবে শুধু তিনি নন, এবারের আইপিএলে অনেক বোলারই একই পরিণতির শিকার হচ্ছেন। কারণ, প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই দলীয় স্কোর ছুঁয়ে যাচ্ছে ২০০ রানের ঘর।

তবে এই সমালোচনায় খুব একটা কান দিচ্ছেন না শার্দূল। বরং, সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি—বিশেষ করে ধারাভাষ্যকারদের উদ্দেশে।

গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ম্যাচে ২ উইকেট নেওয়ার পর শার্দূল বলেন, 'আমি সব সময় বিশ্বাস করি, বোলিং ইউনিট হিসেবে আমরা আমাদের কাজটা ঠিকঠাকই করছি। কিন্তু দেখি, ধারাভাষ্যকাররা প্রায়ই বোলারদের কঠোর সমালোচনা করছেন। স্টুডিওতে বসে সমালোচনা করা খুব সহজ, কিন্তু মাঠের বাস্তবতা একেবারে ভিন্ন। পরিসংখ্যান ভালোভাবে না জেনে এমন মন্তব্য করা উচিত নয়।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এবারের আইপিএলে ২০০ রানের বেশি স্কোর যেন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কেন হচ্ছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করা উচিত সবার।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR